Vol -III, Issue-8, AAROGYA KATHA, D.L. No. 107, Dated - 26/05/2014

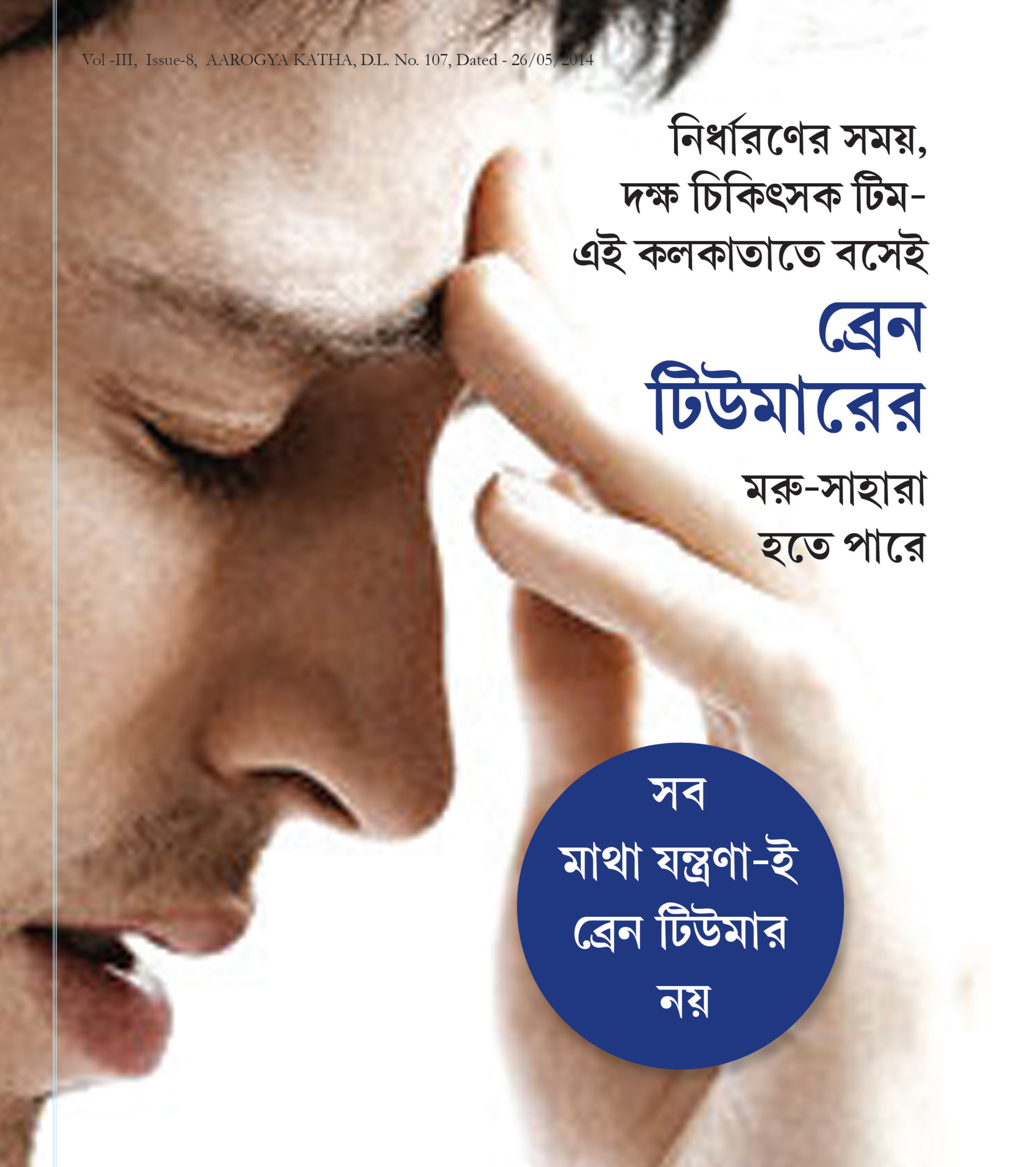

নির্ধারণের সময়, দক্ষ চিকিৎসক টিম- এই কলকাতাতে বসেই ব্রেন টিউমারের মরু-সাহারা হতে পারে

সব মাথা যন্ত্রণা-ই ব্রেন টিউমার নয়

Dr. Partha P Bishnu
MS, MCh (Neurosurgery) G B PANT, New Delhi
Senior Consultant
Department of Neurosciences (Brain & Spine)
NH, R N Tagore Hospital (RTIICS), Kolkata - 99
98308 34566
email : partha.bishnu.dr@nhhospitals.org
web : www.neurosurgeryindia.co.in

ব্রেন বা মস্তিষ্ক শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়ায় আমরা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট সংবেদনশীল। এই অঙ্গে যখন কোনও জটিলতার সৃষ্টি হয় তখন মানুষ নিজের অজান্তেই অতিরিক্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেমন-ব্রেন টিউমার। ব্রেন টিউমারের অন্যতম উপসর্গ হিসাবে রোগীর মাথা যন্ত্রণা হতে পারে। আবার অতিরিক্ত চাপ, মানসিক দুশ্চিন্তা থেকেও মাথা যন্ত্রণা হতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভয়ের কারণ খুব একটা থাকে না। কিন্তু তা'বলে এই সমস্যাকে কখনওই অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ এই মাথা যন্ত্রণা অনেকসময় **ব্রেন টিউমারকে** নির্দেশ করে। তবে বিজ্ঞানের সুফল ও অগ্রগতির কল্যাণে এবং উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা অনায়াসেই সম্ভব হচ্ছে। সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসার দ্বারা তা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্যও হয়ে ওঠে। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনায় সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন **ডা. পার্থ পি বিষ্ণু**।

ব্রেন টিউমার কী এবং কত রকম ?

ব্রেন টিউমার হল একপ্রকার অবস্থা যেখানে একটি বস্তু অস্বাভাবিকরূপে ব্রেনের মধ্যে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের টিউমারের তুলনায় ব্রেন টিউমার বেশি দেখা যায় না। প্রতি ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ২ জনের ব্রেন টিউমার দেখা দিতে পারে। ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে টিউমার থেকে ক্যানসারের সম্ভাবনা প্রায় দেখা যায় না। যদি তাড়াতাড়ি এই রোগ ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু করা যায় তাহলে ব্রেন টিউমার সম্পূর্ণ নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পিটুইটারি টিউমারের জন্য শরীরে হরমোনাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিও কম হতে পারে। ব্রেন টিউমার সাধারণত দু'রকমের। ম্যালিগন্যান্ট (ক্যানসারাস) এবং বিনাইন (ক্যানসারাস নয়) ।

মাথা যন্ত্রণা ছাড়া ব্রেন টিউমারের অন্যান্য উপসর্গগুলি কি কি ?

ব্রেন টিউমারের প্রধান উপসর্গই হল মাথা যন্ত্রণা (সব ক্ষেত্রে মাথা যন্ত্রণা মানেই টিউমার হয় না, কিন্তু যেহেতু এই সমস্যাই ব্রেন টিউমারকে নির্দেশ করে তাই এ বিষয়ে যথা সম্ভব সচেতন থাকা প্রয়োজন)। এছাড়াও - ● খিঁচুনি ● শরীরের একদিক অবশ হয়ে যাওয়া ● হাঁটাচলার ব্যালেন্সের অসুবিধা ● ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ● দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসা ● স্মৃতিশক্তি লোপ ● কথায় আড়ষ্টতা লক্ষ করা যায় ● বমি।

মাথা যন্ত্রণা দীর্ঘদিন থাকলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া কতটা জরুরি ?

মাথা যন্ত্রণা অনেকসময় মাইগ্রেন বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যা থেকে হতে পারে কিন্তু তা যদি দীর্ঘদিন থাকে এবং মারাত্মক আকার ধারণ করে তখন যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

শনাক্তকরণ :

মাথা যন্ত্রণা বা অন্য উপসর্গগুলি ছাড়াও যদি উল্লেখিত কোনও লক্ষণ দেখা যায় তাহলে CT Scan করে নিশ্চিত হতে হয়। এছাড়াও স্পেশাল এম আর আই স্ক্যান উইথ স্পেকট্রোস্কোপি (MRI Scan with Spectroscopy) করারও প্রয়োজন হতে পারে। শরীরের অন্য অঙ্গের ক্যানসার থেকে ব্রেনে যদি ক্যানসার ছড়িয়ে যায় তখন তার শনাক্তকরণের জন্য PET FDG Scan করা হয়ে থাকে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সার্জন দ্বারা উন্নত পরিষেবার সাহায্যে এখানে চিকিৎসা করা হয়। টিউমারটি বিনাইন না ম্যালিগন্যান্ট তা নির্ধারিত হওয়ার পর চিকিৎসা শুরু হয়।

এটি কি বংশগত ? সাধারণত কোন বয়সে এটি বেশি দেখা যায় ?

না, এটি বংশগত নয়। ব্রেন টিউমার সব বয়সেই হতে পারে। পূর্ণ বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা গেলেও বাচ্চাদের মধ্যেও দেখা যায়।

চিকিৎসা :

ব্রেন টিউমারের প্রথম এবং প্রধান চিকিৎসা সার্জারি। ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের ক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি দিতে হলেও বিনাইন টিউমারের ক্ষেত্রে সাধারণত তার প্রয়োজন হয় না। ব্রেন টিউমার সার্জারির মধ্যে অন্যতম হল- এন্ডোস্কোপিক পিটুইটারি সার্জারি, যা Transsphenoidal Endoscopic Surgery নামেও পরিচিত। এন্ডোস্কোপিক পিটুইটারি সার্জারি যে যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় তাকে এন্ডোস্কোপ বলা হয়। সাধারণত এই যন্ত্রটি নাকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। এর সাহায্যে হরমোন সিক্রেটিং টিউমার, নন-হরমোন সিক্রেটিং টিউমার ও ক্যানসারাস টিউমার নির্মূল করা হয়। NH RTIICS এ High Precision Microscope এবং অত্যাধুনিক ও সফিস্টিকেটেড ইকুইপমেন্টস ব্যবহার করা হয়। **ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল - স্ক্রীনিং**। যেটি নির্ভর করে রোগীর সচেতনতাএবং অভিজ্ঞ ডক্টরস টিমের উপর। **দেরীতে শনাক্তকরণ হলে উভয় ধরনের টিউমারের চিকিৎসার ফলাফল আশানুরূপ হয় না।**

শিশুদের মধ্যে ব্রেন টিউমার :

ব্রেন টিউমার শিশুদের মধ্যেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যে কোনও বয়সের শিশুরাই এই সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। **শিশুদের মধ্যে ব্রেন টিউমারের উপসর্গগুলি হল :**

■ মাথা যন্ত্রণা (বিশেষত সকালবেলা) ■ বমি (সকালের দিকেই বেশি হয়ে থাকে) ■ মৃগী বা খিঁচুনি ■ দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ■ ঘুম ঘুম বা আচ্ছন্নভাব ■ হাঁটা-চলার ব্যালান্সের অসুবিধা ■ ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে পড়া।

প্রাথমিক অবস্থায় শিশুদের ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড বা মৃগীকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ওষুধের ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সার্জারিও করা হয়ে থাকে। প্রয়োজন বিশেষে রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপিও দেওয়া হয়। আর এন টেগোর হসপিটাল, মুকুন্দপুর, ই এম বাইপাস (কলকাতা)-এ সার্জারির যথাযথতা ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এখন অত্যাধুনিক ও সফিস্টিকেটেড যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

সাক্ষাৎকার ঃ ইন্দ্রানী ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিয়াক সায়েন্সেস (RTIICS)- এ নিউরো কার্ডিয়াক বিভাগ রয়েছে, যেখানে ২৪X৭ এমার্জেন্সি পরিষেবা উপলব্ধ। এখানে বিশ্বমানের প্রোটোকল মেনে চলা হয় অর্থাৎ এমার্জেন্সি অবস্থা থেকেই রোগীর নিউরো কার্ডিয়াক চিকিৎসা শুরু করা হয়।

এই হাসপাতালে (RTIICS-এ) তবে বর্তমানে সার্জারির গুণগতমান (এমার্জেন্সি নিউরো কার্ডিয়াক সার্জারি), উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, ২৪X৭ ডেডিকেটেড নিউরো টিম, নিউরো কনসালটেন্ট ইনটেনসিভ কেয়ার থাকার কারণে RTIICS-এ যে কোনও জটিল থেকে জটিলতর অবস্থার মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে। ফলস্বরূপ মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে এবং সুস্থ হওয়ার হার বহুগুণ বেড়ে গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, RTIICS - এ পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারও যথেষ্ট উন্নতমানের।

কলকাতায় এর সাফল্য ?

রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিয়াক সায়েন্সেস (কলকাতা) - ডেডিকেটেড নিউরো কার্ডিয়াক টিম, নার্স, ইনটেনসিভ কেয়ার (২৪X৭) উপলব্ধ। যে কারণে এই সকল রোগীদের চিকিৎসার ফলাফল অত্যন্ত আশাপ্রদ হয়ে চলেছে।

RTIICS (মুকুন্দপুর, ই এম বাইপাস)-এ রোগীকে নিরাপদ পরিবেশে উন্নত ও যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

(ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণু একজন স্বনামধন্য নিউরোসার্জন। তিনি দেশ- বিদেশের বিভিন্ন নামী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। যেমন- শ্রী চিত্রা ইনস্টিটিউট, ত্রিবান্দ্রম (কেরল) দক্ষিণ ভারত, রাজীব গান্ধী, ক্যানসার ইনস্টিটিউট, (নিউ দিল্লী)। তিনি বিগত দু'দশকেরও বেশি ব্রেন ও স্পাইন সার্জারি, কমপ্লেক্স ব্রেন ও স্পাইনাল টিউমার সার্জারি, মিনিমালি ইনভেসিভ স্পাইন সার্জারি, শিশুদের ব্রেন ও স্পাইনের চিকিৎসা, ব্রেন স্ট্রোক সার্জারি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে করে চলেছেন।